জাতীয় বাজেট ২০২৩-২০২৪: সারসংক্ষেপ

কৃষি

বাস্তবায়নে

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

কারিগরি সহায়তায়

Funded by the European Union

50 Years of EU-Bangladesh Partnership

Global Gateway

সহযোগিতায়: DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৩

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১. প্রেক্ষাপট ও কৃষি বাজেটের উল্লেখযোগ্য দিক

বাংলাদেশের কৃষি খাতের অর্জিত ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে কৃষি বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার মধ্যে দিয়ে, ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। করোনা মহামারী এবং চলমান বৈশ্বিক সংকটের মাঝেও বাংলাদেশের কৃষি খাতের সাফল্য চলমান রয়েছে। ধারাবাহিক এই সাফল্যের ফলস্বরূপ বাংলাদেশ বিশ্বে আজ সর্বোচ্চ ইলিশ উৎপাদনকারী, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মাছ ও পাট উৎপাদনকারী, তৃতীয় সর্বোচ্চ চাল, সবজি এবং পেঁয়াজ উৎপাদনকারী, চতুর্থ সর্বোচ্চ চা এবং ছাগল উৎপাদনকারী এবং সপ্তম সর্বোচ্চ আলু, আম এবং ছাগলের মাংস উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে স্বীকৃত।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে কৃষিখাতে ৪৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবনা করা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ৫.৭ শতাংশ। বরাবরের ন্যায়, এবারের বাজেটেও কৃষকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে সার, বীজ ও অন্যান্য উপকরণ ও সেচ সুবিধা প্রদানে ভর্তুকির জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। টাকার হিসেবে প্রস্তাবিত বাজেটে এই বরাদ্দের পরিমাণ ১৭ হাজার ৫৩৩ কোটি টাকা।

আসন্ন অর্থবছরে কৃষিকেন্দ্রিক বেশ কিছু চলমান প্রকল্প এর পাশাপাশি নতুন প্রকল্প শুরু করার প্রস্তাবনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষিখাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১৬ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা। বার্ষিক এই উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো মূলত কৃষি খাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পতিত জমির আবাদ ও কৃষিপণ্য বহুমুখীকরণ, কৃষকদের প্রণোদনা ও পুনর্বাসন, কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানি, কৃষি গবেষণা ও উদ্ভাবন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা, স্মার্ট কৃষি খাতের বাস্তবায়ন, খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ, দেশীয় মাছের প্রজাতি সংরক্ষণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত উন্নয়ন ও আধুনিকায়নসহ ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২। কৃষিখাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট প্রস্তাবনা

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি খাতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৪২ হাজার ১০৮ কোটি টাকা, যা ছিল মোট বাজেটের ৬.২ শতাংশ (লেখচিত্র ১)। পরবর্তিতে এই বরাদ্দ সংশোধন করে ৫৪ হাজার ২৯৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়, যা সংশোধিত মোট বাজেটের ৮.২ শতাংশ (লেখচিত্র ১)। আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতের জন্য মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৪৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৫.৭ শতাংশ (লেখচিত্র ১)। উল্লেখ্য, আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কৃষি খাতের এই বরাদ্দ চলমান অর্থবছরের বরাদ্দের তুলনায় ৩.৮ শতাংশ বেশি এবং চলমান অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ১৯.৫ শতাংশ কম (লেখচিত্র ১)।

লেখচিত্র ১: বাজেটে কৃষিখাতে বরাদ্দ

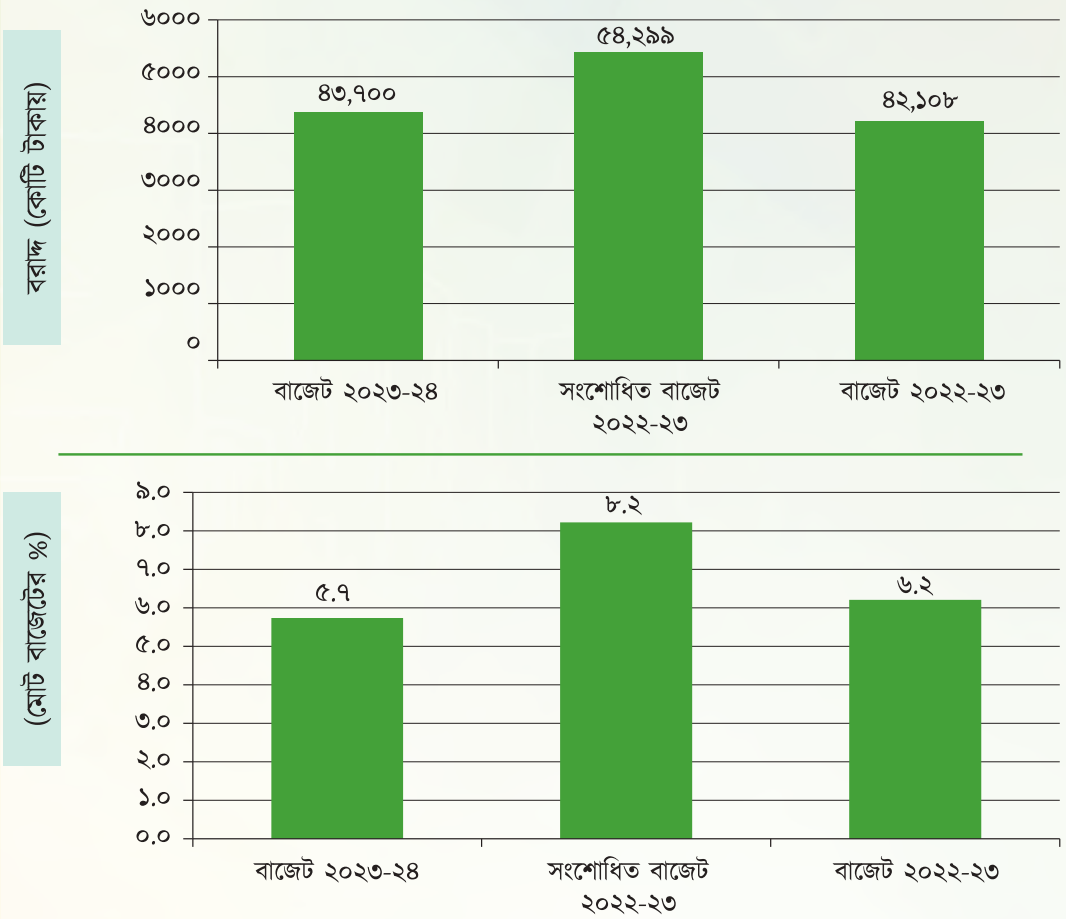

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২, পৃ. ১২

৩. কৃষি খাতে প্রণোদনা/ভর্তুকি বরাদ্দ

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কৃষি খাতের ভর্তুকির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২৬ হাজার ৬৯৩ কোটি টাকা, যা ছিল মোট বাজেটের ৪.০ শতাংশ (লেখচিত্র ২)। আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতের ভর্তুকির জন্য মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ১৭ হাজার ৫৩৩ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ২.৩ শতাংশ (লেখচিত্র ২)। উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম কমে আসায় আসন্ন অর্থবছরে কৃষি খাতে বরাদ্দকৃত ভর্তুকির পরিমাণও কমিয়ে ধরা হয়েছে। তবে সারের আন্তর্জাতিক মূল্য বাড়লে, বাড়তি ভর্তুকির প্রয়োজন পড়তে পারে।

লেখচিত্র ২: কৃষি খাতে ভর্তুকি বরাদ্দ প্রস্তাবনা

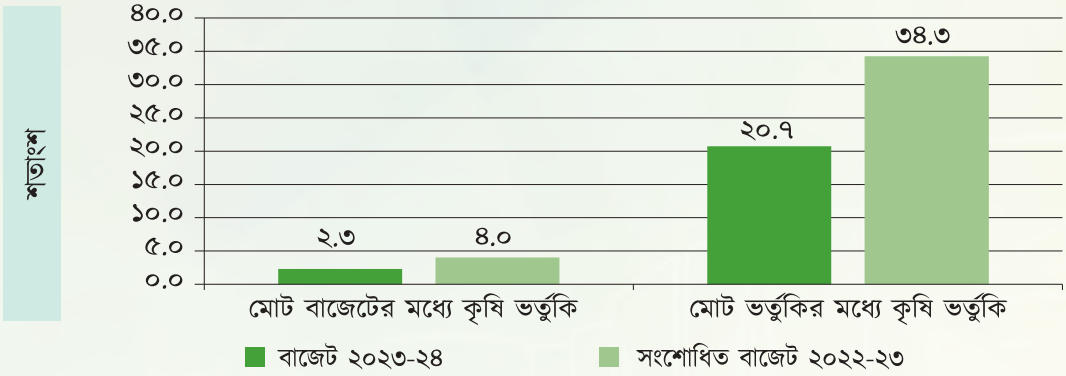

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২ক, পৃ. ১৭

৪. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি বরাদ্দ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কৃষি খাতে মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ ১৬ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা। কৃষি খাত অন্তর্ভুক্ত প্রধান মন্ত্রণালয় গুলোর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বিশ্লেষণে দেখা যায়, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, ভূমি এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ৪ হাজার ২৯৬ কোটি, ২ হাজার ৪২৭ কোটি, ৭৩১ কোটি এবং ৭ হাজার ৭৯৪ কোটি টাকা (লেখচিত্র ৩)।

লেখচিত্র ৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা

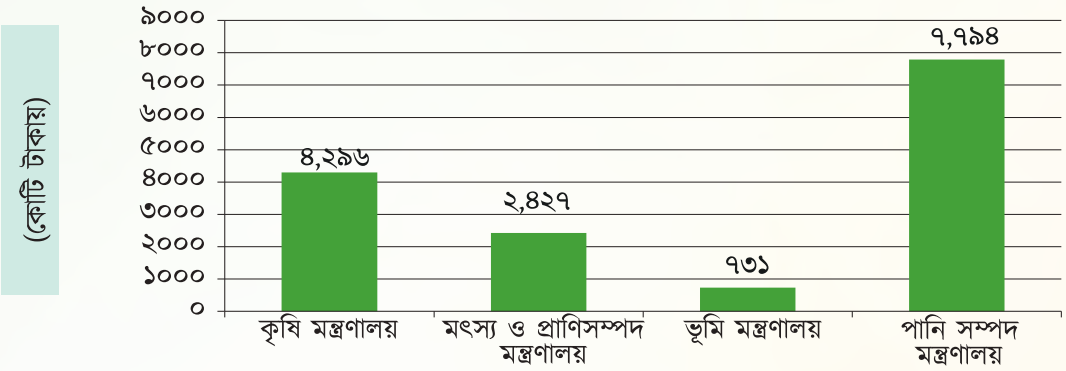

তথ্যসূত্র: বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কর্মসূচি ২০২৩-২৪, বিবরণী-১০, পৃ. ৫৭

৫. উপসংহার

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কৃষি খাতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে জাতীয় কৃষিনীতি, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, ডেল্টাপ্লান-২১০০ গৃহীত হয়েছে। এসব পরিকল্পনা দলিলের আলোকে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে বাজেটে কৃষি খাতে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ এবং বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। তাহলেই, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাত এর অবদান আরো কার্যকর ও টেকসই করা সম্ভব হবে।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.